অবচেতন ও সমাজ

অমিত সান্যাল

অবচেতন এক বিচিত্র বস্তু। মনের গহনে তা এভাবে সঞ্চিত তাকে যার নাগাল পাওয়া ভার। ফ্রয়েড সাহেব ভেবে চিন্তে পুরো স্বপ্ন-তত্ব তৈরি করলেন অবচেতনকে ভিত্তি করে। বললেন, যাবতীয় আকুতি, আকাঙ্ক্ষার নির্মাণ এই অবচেতনে, যার প্রকাশ স্বপ্নের ভিভিন্ন অঙ্কে। এইভাবে অবচেতনকে নিয়ে নাড়া ঘাঁটা করতে করতে তিনি এমন কিছু প্রতিপাদ্য দিয়েছেন— যা মানতে খুব অসুবিধা হয়। তবে হ্যাঁ, যে যখন যেমনভাবে পেরেছেন, তার যুক্তির সমর্থনে ফ্রয়েড সাহেবকে নিরন্তর কাজে লাগিয়েছেন। তাই মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে — অবচেতন কি এতটা দূর্বোধ্য, নিগুঢ় অপরিবর্তনীয় প্রায় আত্মার সমান — নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহতি পাবকঃ, ন চৈনং ক্লেদয়ান্তপঃ, ন শোষয়তি মারুতঃ?

তা অবচেতনের স্বরূপ যাই হোক না কেন, সামাজিক প্রয়োজনে মানুষ কখনও জেনে, আবার কখনও না জেনে চেতনার এই বিচিত্র অবস্থানকে ব্যবহার করে আসছে। ব্যক্তিবিশেষের অবচেতন এখানে সম্মিলিত অবচেতনের রূপ নিয়েছে। সামাজিকীকরণ সমাজ-এর এক নিদারুণ চাহিদা। শিশু জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি নিরন্তর ও সঙ্গোপনে চলে এই প্রক্রিয়া। সমাজিক জীব হিসাবে প্রশিক্ষিত করা এই প্রয়াস নেওয়াকে সমাজ তার অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করে।

সামাজিকীরণ চলে নানা কৌশলে। এই কৌশলগুলি দরকার একটি মেয়ে কন্যা, জায়া, জননীর ভূমিকা ঠিকমতো পালন করার জন্য, ছেলেদের হামবড়া নারীবিদ্বেষী তৈরি হবার জন্য অথবা চাষী, কুমোর, তাঁতি, কামার - দেব নিজ নিজ কাজে সন্তুষ্ট থাকার জন্য। সামাজিক সমস্ত কৌশল যেহেতু সমাজকে স্থিতিশীল রাখার জন্য, জীবননাট্যে অন্যতর কুশীলব-বৃত্তি অর্থাৎ কোনও পরিবর্তন, সমাজ সহ্য করে না। আর এক অন্যতম কারণ হল, সমাজ তাঁর সদস্যদের মোটামুটি একছাঁচে ঢালা পছন্দ করে। এখানে পাগল, প্রতিভাবান, স্বৈরিণী-র কোনও স্থান নেই। এই বিষয়ে সারা বিশ্বের সমাজে অসীম ঐক্য দেখা যায়। অন্য একটি বিষয়ে আবার কিছুটা তফাৎ চোখে পড়ে। যেমন মালয়েশিয়ার সেমাই উপজাতির মানুষেরা সবাই অত্যন্ত শীতল, কখনও আক্রমণাত্মক নয় এবং কোনও জঙ্গী সদস্যকে সহ্য করে না। বিপরীতে, ভেনিজুয়েলা ও ব্রাজিল -এর সীমায় থাকা ইয়ানোমামো ইন্ডিয়ান-রা তাদের পুরুষ সদস্যদের শক্ত-পোক্ত ও আক্রমণাত্মক হিসাবে গড়ে তোলে।

সবাই যদি একরকম ভাবে, একরকম কাজ করে, একরকম রামধুন গায় তবে সমাজকর্তা শুধু নয়, রাজশক্তির পক্ষেও তা অতি আনন্দের। শাসনকার্য বড় মসৃণ হয়, আন্দোলন, প্রতিবাদ, বিক্ষোভ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা থাকে না। সমস্যা যেখানে, যেখানে একাধিক সমাজ রয়েছে তাদের নিজস্ব জীবনর্চা নিয়ে; যেমন ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র— যেখানে বহু রকমের সমাজ পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় একটি বহুমান্য মূল্যবোধের জন্ম দেয় বা দেশে স্থিতাবস্থা আনে। মিশ্র সমাজের প্রয়োজনীয় সামাজিকীরণ রাষ্ট্রকর্তাদের কাছে বড় একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ, জঙ্গী তৎপরতা, আঞ্চলিক অধিকার রক্ষার লড়াই, ভাষার অধিকারের আন্দোলন যে কোনও দেশের শাসকদের পক্ষেই কাঙ্ক্ষিত নয়। বরং বহির্শত্রুর সঙ্গে মোকাবলা করা অনেক সহজ।

তা হলে সামাজিকীরণ এর স্বরূপটি কী? মানুষের অবচেতনে কিছু সাধারণ মূল্যবোধ ও দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় কিছু বিষয় সুনিপুণভাবে প্রবেশ করানো। এই কাজ শৈশবেই সমাধা করতে হয় — কারণ, বেড়ে ওঠার পরতে পরতে বিভিন্ন সামাজিক আদেশ একটি শিশু পালন করতে করতে চলে। পরে আদেশ পালনের জন্য আর কোনও সংগঠনের দরকার হয় না। সমাজেরও পরিচয় রক্ষার একটি স্থায়ী গতি মেলে। এমনই জরুরী বিষয় একটি সমাজের কাছে যে সমাজ-ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে নানা প্রাজ্ঞজন, যেমন মহামতি প্লেটো, মইটেইন বা রুশো সামাজিকীকরনের কিছু তত্ত্ব তৈরি করে গিয়েছেন। শিষ্য-প্রশিষ্য তথা বিভিন্ন আধুনিক প্রাজ্ঞ সেই পথ ধরে আরও রাশি রাশি তত্ত্ব খাড়া করেছেন। ইংরেজি অভিধানে শব্দটি (সামাজিকীকরণ) স্থান পেয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই। যাইহোক, শব্দটি নৃতত্ব, সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান-এ স্থায়ী জায়গা করে নেয় গেয়র্গ জিমেল-এর (Georg Simmel) একটি লেখার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ হবার পর। একটি সমাজের সামাজিক ও কৃষ্টির পরিচয় - দ্যোতক গুণগুলি সমাজের সদস্যদের মাধ্যমে কী করে নিরবচ্ছিন্নতা লাভ করে তারই ব্যাখ্যান।

সামাজিকীকরণের সাধারণ পথ ও প্রক্রিয়াগুলি সবার কাছে সুবিদিত। অর্থাৎ প্রাথমিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াগুলি অতি পরিচিত। কিন্তু দ্বৈতীয়িক সামাজিকীকরণ যা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজে একটি অংশ (ধরা যাক, সদ্য - যুবা এবং যুবক - দের) -এর সঙ্গে সমঝোতা করে মূলস্রোত বজায় রাখার প্রক্রিয়া, এর সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা পেশ করা সমাজ স্বীকৃত ও মান্য পেশাগুলি ভুবনায়ন-এর বাজারে ব্যাপক বদল হয়েছে। এমন সফট্ওয়্যার ও কমপিউটারের জগতের সঙ্গে সমাজের নিত্য নিশিযাপন। নতুন পেশায় রত যুবদলের নতুন ভাষা, নব জীবনচর্যা-র সঙ্গে বিচিত্র এক সমীকরণে সমাজ তার কৌশল বদল করে ফেলেছে এই প্রজন্মকে মূলস্রোতে ধরে রাখতে।

আবার সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে পুনঃ -সামাজিকীকরণ —যে পদ্ধতিতে পুরোনো বোধ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ভেঙে

নতুনকে গুরুত্বদান তথা আবাহন। একটি বোধহয় সবচেয়ে বেশি অনুভূত মধ্যবিত্তের লিঙ্গ নির্ভর প্রাত্যহিকতায়। মেয়েরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবে অথবা মাসে দশদিন লবণহ্রদের পাঁচ নম্বর সেক্টরের সারা রাত কাজ করবে, বছর দশ - বারো আগেও চিন্তার অতীত ছিল। নতুনতর জীবনযাত্রাকে ভর্ৎসনা করে কোনও ফল হবে না বুঝে সমাজ অতি তৎপর হয়েছে চিন্তাভাবনার প্রকোষ্ঠে বদল আনার জন্য। বদলে ফেলেওছে। কারণ, এত বড় গোষ্ঠীকে হারাতে রাজি নয় সমাজ — আর এরাই আগামী প্রজন্মের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের সেফটি ফিউজ, এবং তাই, একে বেশি উষ্ণ হতে দেওয়া চলে না।

অবচেতনের উপর কৃষ্টির বোমাধর্ষণ শৈশব থেকে চললেও, দেখা যায় কৈশোর বা যৌবন আসার প্রাক্কালেই 'নতুন বাড়ি' নির্মাণে দক্ষ হয়ে উঠেছে। সমাজলালিত মূল্যবোধ ও চিন্তা-ভাবনার অন্য স্তরে সামাজিকীকরণ -এর এজেন্ট - দের যেমন, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইনি ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে আপোস আলোচনায় সফলতা লাভ করছে। তাই অবচেতনের অমোঘতা ক্রমেই হ্রাসমান এই ক্ষেত্রে। হৃদয়ে সঞ্চিত সব ছবি সরিয়ে, সব রূপকল্প পরিবর্তন করে নব-বাতাবরণ-এর মোকাবিলায় নতুন জীবনধারার চর্চা শুরু হয়।

অবচেতন খোদিত যাবতীয় চিত্রাবলী 'বামিয়ান বুদ্ধ' -এর মতো বদলে দেওয়ার কজে প্রধান হাতিয়ার গণমাধ্যম। সামাজিকীরণের এই নতুন এজেন্ট অন্য সনাতন এজেন্ট - দের কাজকর্ম প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করছে। বাজার হয়ে দাঁড়িয়েছে সবার আরাধ্য দেবতা— তা চাই বা না চাই। আর বাজার দৃঢ়ভাবে জানে যে, সামাজিকীকরণ শুধু শৈশবেই শেষ হয়না — চলে আমৃত্যু। অতীতের সামাজিকীকরণের খেলায় প্রতীকি পুরস্কার ও শাস্তি চালু ছিল। গণমাধ্যম তার দৃশ্যমাধ্যমে এই দুটির প্রকার অতি প্রাঞ্জলভাবে হৃদয়ঙ্গম করালো। সেই সঙ্গে সমাজে আদর্শ 'রোল মডেল' কেমন হয় সেটাও দেখালো। খুব যত্ন করে বোঝালো, সঙ্গে থাকাটাই সহজ, বিরোধিতায় অনেক যন্ত্রণা। শিশুরাও জানলো না; তাই বড় হয়ে যে কোনও অর্থপূর্ণ সমাজবিপ্লব ঘটাবে না, জেনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সুখের দ্যোতক হবে লাফার্জ সিমেন্টের বাড়ি, হন্ডার গাড়ি, মিউচুয়াল ফান্ডের কাগজ অথবা রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান। 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন'-র সামাজিক শিক্ষা কেমন যেন বিলীন হয়ে যায়, জীবন যতই রুক্ষ হোক না, স্নিগ্ধতা আসবে পণ্যের পথ ধরেই। যতই মুখ ঢাকুক না বিজ্ঞাপনে, প্রয়োজন হলে দেওয়া যাবে অন্য অঙ্গ - প্রত্যঙ্গও।

অবচেতন নিয়ে যতই শাস্ত্রবাক্য বলা হোক না কেন, এটি নিঃসন্দেহে বাঁধা পড়ে গেছে বহুজাতিকের হাতে। দক্ষ বাজিকরের মতো তার প্রসূতি সদন থেকে মর্গ — নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে এই উন্নততম স্তন্যপায়ীকুলকে। অবশ্য মানব ও অবমানব-এর পার্থক্য ক্রমেই ঘুচে আসছে। কারণ, অবচেতনে বিধৃত পুরস্কার ও শাস্তি। তাই নবসমাজেও স্থান নেই কবি ও উন্মাদের, সন্ন্যাসী বা সমকামীর। অবচেতন সঙ্কেত পাঠাচ্ছে, ইশারায় বলছে নিশ্চিন্ত জীবনের কথা। সবাই সেই 'তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম' খুব সাবধানে ধরে ধরে পথ হাঁটছি— নিশ্চিন্ত মোক্ষলাভের অথবা অক্সিজেনোসাইডের পথে। কারণ সকলেই জানি, 'মর্গের উল্টোদিকে প্রসূতিসদন।'